Vol. 35 | No. 2 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ধ্বনিবাদ

Volume	35
Issue	2
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মাধবী রাণী চন্দ
Published online	February 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i2.6
Pages	১৪১-১৬০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ধ্বনিবাদ

মাধবী রাণী চন্দ

প্রাগ্‌ধ্বনিযুগের আলংকারিকগণ কাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ই কাব্য--'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্।' (*কাব্যালংকার* – ভামহ ১।১৬)। এই শব্দ এবং অর্থ বাচক এবং বাচ্য শ্রেণীর। ব্যঙ্গ্য এবং ব্যঞ্জক প্রাচীন আলংকারিকগণের নিকট যে অপরিচিত ছিলনা তা সমাসোক্তি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, পর্যায়োক্ত, অপহ্নুতি প্রভৃতি অলংকার কল্পনা হতে বোঝা যায়[১], কারণ এ-সকল অলংকারে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থের পরিপোষকরূপে স্বীকৃত হয়েছে। রস কাব্যে চমৎকারের উৎস[২]--একথা স্বীকার করেও এর প্রাধান্য তাঁরা মানতেন না। উপমা, রূপকের মতো বাচ্যার্থের শোভাজনকরূপে কল্পনা করে রসকে অলংকার পদবাচ্য মনে করতেন।[৩]

সুতরাং প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থের অঙ্গীভূত। ধ্বনিবাদীরা প্রথম কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থের অঙ্গিত্ব ঘোষণা করলেন। আনন্দবর্দ্ধন বলেছেন--

> প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্তস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
> যত্তৎ প্রসীদ্ধাবয়বা জাতিরিক্ত বিভাতি লাবন্যমিবাঙ্গনাসু।।
>
> (*ধ্বন্যালোক* ১।৪)

বাচ্যার্থ হতে প্রতীয়মানার্থ একান্তই ভিন্নবস্তু। মহাকবিদের কাব্যে ইহা

পরিদৃষ্ট হয়। বাচ্যার্থ শুধু সংকেত লব্ধ অর্থ প্রকাশ করে। তাকে অতিক্রম করে ব্যঙ্গ্যার্থ কিছু অভিনবরূপে প্রকাশিত হয়। একটি উদাহরণ দিয়ে পদার্থটি বিশদ করার চেষ্টা করা হচ্ছে--

ভম ধম্মি অ বীসত্থো, সো সুণহো মারিও দেণ।
গোলাণই কচ্ছ কুড়ঙ্গ বাসিনা দরিঅসী-হেণ।।

--হে ধার্মিক, আপনি নিশ্চিত হয়ে ভ্রমণ করুন। গোদাবরী তীর হতে এক সিংহ এসে সেই কুকুরটাকে মেরে ফেলেছে।

এখানে বাচ্যার্থ ভ্রমণ করুন। ব্যঙ্গ্যার্থ আর ভ্রমণ করতে আসবেন না (কারণ সিংহ আপনাকে মেরে ফেলতে পারে)। এখানে বাচ্যার্থ বিধি এবং ব্যঙ্গ্যার্থ নিষেধ। সুতরাং বাচ্যার্থ হতে ব্যঙ্গ্যার্থ একান্ত ভিন্ন। এ-রূপ 'অত্তা এতথ্ নিমজ্জই' ইত্যাদি কবিতাতেও বাচ্যার্থ নিষেধ, ব্যঙ্গ্যার্থ বিধি। অতএব বাচ্যার্থ হতে ব্যঙ্গ্যার্থ অত্যন্ত ভিন্ন। স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত। এই ব্যঙ্গ্যার্থ অনস্বীকার্য, কারণ ইহা সহৃদয়ের অনুভবসিদ্ধ বা প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষকে প্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে দার্শনিকগণ স্বীকার করেন।

যে কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ হতে প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা ধ্বনি। সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন-- 'বাচ্যাতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে ধ্বনিস্তৎকাব্যমুত্তমম্।' (সা.দ. ৪র্থ)। মম্মটভট্টও অনুরূপ ধ্বনিলক্ষণ করেছেন।

ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ ধ্বনির্বুধৈঃ কথিতঃ।'
(কা. প্র. ১ম উল্লাস। সূত্র ২)

এই লক্ষণগুলির উপজীব্য আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বনিসংজ্ঞা--

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জ্জনীকৃত স্বার্থৌ।
ব্যঙ্ক্তঃ কাব্য বিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ।।

(*ধ্বন্যালোক* ১।১৩)

যেখানে শব্দ নিজের মুখ্যার্থকে অপ্রধান অথবা বাচ্যার্থ নিজেকে অপ্রধান করে--যে একটি অর্থ বিশেষ অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থকে প্রধানরূপে প্রকাশ করে--সেই কাব্য বিশেষকেই ধ্বনিকাব্য বলে পণ্ডিতগণ বলেছেন। ধ্বনি যে একমাত্র প্রাচ্য আলংকারিকদের সম্পদ তা নয়। প্রতীচ্যের সাহিত্যেও এর ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্য মীমাংসকগণও প্রাচ্য আলংকারিকদের মতোই শব্দের বাচ্যার্থের অতিরিক্ত ব্যঙ্গ্যার্থকে স্বীকার করেছেন।

লেডি ওয়েলবি একস্থলে বলেছেন--

> The one crucial question in all expression is its special property, first of sense, that in far-reaching and momentous of all, of implication, of ultimate significance. (Signifies and Language, 1911, p 9)

অধ্যাপক মিলার ব্যঙ্গ্যার্থকেই শব্দের একমাত্র অর্থ বলেছেন --

> That which is suggested is meaning.

(I. Miller : *The Psychology of thinking*-1090, p-154)

আলংকারিক রিচার্ডস মহাকবি সেকস্‌পীয়রের *Antony and Cleopatra* নামক বিয়োগান্তক নাটক হতে অংশবিশেষ ব্যঞ্জনার উদাহরণরূপে দেখিয়েছেন।

Come, thou mortal wretch,
With thy sharp teeth this knot intrinsicate
Of life at once untie; poor venomous fool,
Be angry and dispatch.
(act-5, scene-2)

এখানে **mortal, knot, intrinsicate** ইত্যাদি শব্দ হলো বিশেষ অর্থের দ্যোতক বা ব্যঞ্জক।

সকল সৎকবির কাব্যে এইরূপ ধ্বনির উদাহরণ বিরল নয়। ধ্বনির মাধুর্যই সমগ্র কাব্যকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলে। অর্থ স্পষ্টভাবে ঘোষিত হলে তার মাধুর্য ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। শ্রীরাধিকা বিভিন্ন ভঙ্গীতে কানুর প্রতি অনুরাগকে যখন প্রকাশ করেন তখন তা কত সুন্দর, কত চিত্তাকর্ষক। যথা--

যমুনা সিনানে যাই আঁখি মেলে নাই চাই
তরুয়া কদম্ব তলপানে
যথাতথা বসি থাকি বাঁশিটি শুনিগো যদি
দুটি হাত থাকি দিয়া কানে।। *(চণ্ডীদাস)*

কিন্তু মনের অভিপ্রায়টি যদি স্পষ্টভাবে মুখ ফুটে বলে ফেলতেন তার সকল মাধুর্য হ্রাস পেত। মহাকবি কালিদাসের কাব্য অখণ্ড ধ্বনির আকর। যথা--

এবং বাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমল পত্রাণি গণয়া মাসা পার্বতী।।
(*কুমারসম্ভব* ৬।৮৪)

-- অর্থাৎ নারদ এসে হিমালয়ের নিকট মহাদেবের সাথে উমার বিয়ের প্রস্তাব করছেন। পিতার পাশে দাঁড়িয়ে উমা লীলাকমলের পত্র গণনা করছেন। কবির এ'টুকু উক্তি, এই সংক্ষিপ্ত বাচ্যার্থ হতে প্রকাশিত হচ্ছে একটি পরম রমণীয় অর্থ--শিবানুরাগিনীর লজ্জা ও মহাদেবের প্রতি তাঁর প্রেমের প্রথম পর্যায়--পূর্বরাগ। অলংকার শাস্ত্রে এইরূপ প্রেম, বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার নামে পরিচিত। এই অর্থই পাঠকের চিত্ত এক অনাস্বাদিত আনন্দ সুষমায় ভরে রাখে।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতিমাত্র হলেই ধ্বনি হবে না। ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য থাকলেই ধ্বনি। আনন্দবর্দ্ধন বলেছেন, সমাসোক্ত্যাদি অলংকারে এ'রূপ প্রতীতি নাই। পর্যায়োক্ত অলংকারে যদি কখনো ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয় তবে তাকে একপ্রকার ধ্বনি বলা যেতে পারে। কিন্তু তা-ই ধ্বনি এ বলা সঙ্গত নয়। ধ্বনি মহাবিষয়, এ অঙ্গী। পর্যায়োক্ত্যাদি অলংকার অঙ্গরূপে, ধ্বনিভেদরূপে গৃহীত হতে পারে। সুতরাং অলংকারেই ধ্বনি অন্তর্ভূত এ বলা যেতে পারে না। যেমন বট একপ্রকার বৃক্ষ বলা যেতে পারে, কিন্তু বৃক্ষ একপ্রকার বট এরূপ বলা যায় না। বৃক্ষ মহাবিষয়, অঙ্গী। বট অঙ্গ

মাত্র, এ-একপ্রকার বৃক্ষ। পর্যায়োক্ত অলংকার একপ্রকার ধ্বনি, বলা যেতে পারে--কিন্তু ধ্বনি পর্যায়োক্ত অলংকার, এ বলা যায় না।[৪]

রসের সহিত ধ্বনির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। রস বা রসধ্বনি ধ্বনিবাদীগণ স্বীকৃত ত্রিবিধ ধ্বনির অন্যতম। ধ্বনিবাদী আচার্যগণ তিন প্রকার ধ্বনির উল্লেখ করেছেন-- বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনি। যদিও প্রসিদ্ধ ধ্বনিকার আনন্দবর্দ্ধন স্বীয় *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের প্রথম কারিকায় ধ্বনি সামান্যকে কাব্যের আত্মা বলে ঘোষণা করেছেন তথাপি রসধ্বনিই যে বস্তুত কাব্যের আত্মা এবং অন্য ধ্বনিদ্বয় (বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি) তার অঙ্গরূপে তাতে পর্যবসিত হয়--এও তিনি পরে উল্লেখ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোতথঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ।।

(*ধ্বন্যালোক* ১।৫)

এর সমর্থনে অভিনবগুপ্ত বলেছেন-- 'তেন রস এব বস্তুতঃ আত্মা, বস্তুলংকারধ্বনী তু সর্বথা রসংপ্রতি পর্যবস্যেতে।।' (*ধ্বন্যালোক* ১।৫ লোচন) রসধ্বনিকে কাব্যের আত্মারূপে স্বীকার করেও ধ্বনিসামান্যকে প্রথম কারিকায় কাব্যাত্মারূপে আনন্দবর্দ্ধন ঘোষণা করেছেন বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের অধিকতর উৎকর্ষ প্রকাশ করবার জন্য। বস্তুত ধ্বনিব্যতিরেকে কোন সুকাব্য রচিত হতে পারে না। অতি প্রাচীন কাল হতে কাব্যে ধ্বনির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়--যদিও ধ্বনিতত্ত্ব তৎকালীন অলংকারশাস্ত্রে সুবিদিত ছিল না। ধ্বনিই কাব্যকে চমৎকারজনক করে তোলে। যাঁদের কাব্যে ধ্বনির প্রাধান্য নেই তাঁরা রসিক সমাজে সমাদর লাভ করে না। আনন্দবর্দ্ধন তাই স্পষ্টই

বলেছেন--'যেনাস্মিন্নতিবিচিত্রকবি- পরম্পরাবাহিনি সংসারে কালিদাসপ্রভৃতয়ো দ্বিত্রাঃ পঞ্চষা বা মহাকবয়ঃ ইতি গণ্যতে।' (*ধ্বন্যালোক* ১।১৬ বৃত্তি)

আনন্দবর্দ্ধন ধ্বন্যালোকগ্রন্থে আলংকারিকের দৃষ্টিতে ধ্বনিতত্ত্বের বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তিনি যে উহার জনক নন তা তাঁর 'বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্বঃ' (*ধ্বন্যাগলোক* ১।১) এ উক্তি হতেই জানা যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি পরে বলেছেন, ধ্বনিতত্ত্বের আদিপ্রবর্তক বৈয়াকরণগণ--যারা প্রথম বিদ্বানরূপে পরিচিত হন কারণ ব্যাকরণই সর্ববিদ্যার মূলীভূত। তাঁরা স্ফোটের (অর্থবোধক শব্দের) অভিব্যঞ্জক নাদ শব্দাভিধেয় শ্রূয়মান বর্ণকে ধ্বনি আখ্যা দিয়েছেন। ধ্বনিশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যা অপর অর্থকে প্রকাশিত করে বা অভিব্যক্ত করে--'ধ্বনতি ইতি ধ্বনিঃ''। তাঁদের মার্গ অনুসরণ করেছেন আলংকারিকগণ, তাঁরা স্বীয় বিশ্লেষণী বুদ্ধির দ্বারা ধ্বনিতত্ত্বের পরিধি আরও বিস্তৃত করে বলেছেন যে কেবল যা অভিব্যক্ত করে তা-ই ধ্বনি নয়, যা অভিব্যক্ত হয় তাও ধ্বনিপদবাচ্য--'ধ্বন্যত ইতি ধ্বনিঃ'[৫] এভাবে বিচার করলে বাচ্য ও বাচক ধ্বনিপদবাচ্য--ধ্বনতি অর্থান্তরং প্রকাশয়াতি-- অর্থান্তর প্রকাশ করে এই অর্থে। বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা যা অভিব্যক্ত হয় সেই রসাদি ধ্বনিপদবাচ্য--ধ্বন্যতে এই অর্থে। ব্যঞ্জনা ব্যাপার যার দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি ঘটে তাও ধ্বনি পদাভিধেয়। এই ধ্বনি চতুষ্টয়ের সমাহাররূপ কাব্যও ধ্বনি সংজ্ঞ।[৬]

ধ্বনিতত্ত্বের মূলবীজ ব্যাকরণ শাস্ত্র হতে গৃহীত হলেও অলংকারশাস্ত্রে এ'টি আরও ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্যময়। যদিও অভিব্যঞ্জক শব্দ বা অর্থ ধ্বনিপদবাচ্য তথাপি ধ্বনি বলতে

চমৎকারজনক ব্যঙ্গ্যার্থকে বোঝায়। আনন্দবর্দ্ধনের ভাষায় ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যে ধ্বনিঃ অর্থাৎ চারুত্বের উৎকর্ষবশতঃ বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য ঘটলে ধ্বনির উদ্ভব হয়। ব্যঙ্গ্যার্থই কাব্যে সৌন্দর্যের প্রকৃত উৎস। রমণীর দেহে লাবণ্যের ন্যায় সহৃদয় সংবেদ্য ব্যঙ্গ্যার্থ কাব্যে একপ্রকার লালিত্য সৃজন করে, যা অন্য কোন অর্থের দ্বারা লাভ করা যায় না।

এই ধ্বনিতত্ত্বকে প্রাচীনকালে অনেকেই মূল্য দেন নি। রুয্যকরচিত *অলংকারসর্বস্ব* গ্রন্থের বিমর্শিণী টীকায় জয়রথ দ্বাদশটি ধ্বনিবিরোধী সম্প্রদায়ের মতের উল্লেখ করেছেন--যাঁরা বিভিন্নভাবে কাব্যে ধ্বনির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেছেন। যথা --

তাত্পর্য্যশক্তিরভিধা লক্ষণানুমিতী দ্বিধা।
অর্থাপত্তিঃ কৃশ্চিত্ তত্ত্বং সমাসোক্তাদ্যলংকৃতিঃ।
রসস্য কার্য্যতা ভোগো ব্যাপারান্তর বাধনম্।
দ্বাদশেতধং ধনেরস্য মতা বিপ্রতিপত্তয়ঃ।

--এ সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কেউ তাত্পর্য্যশক্তি, কেউ অভিধাবৃত্তি, কেউ দু'প্রকার লক্ষণা (শুদ্ধা ও গৌণী), কেউ দু'প্রকার অনুমান (স্বার্থ ও পরার্থ), কেউ অর্থাপত্তি অলংকার কেউ শ্লেষ অলংকার, কেউ সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারের দ্বারা ধ্বনির স্থান পূর্ণ করতে চান। কেউবা (ভট্টলোল্লট প্রভৃতি) রসের ব্যঙ্গ্যত্ব অস্বীকার করে কার্য্যত্ব স্থাপন করেছেন। কেউ (ভট্টনায়ক প্রভৃতি) রসের ভোগ স্বীকার করেছেন। কেউবা (শ্রীশঙ্কুক প্রভৃতি) রসকে অনুমান-গম্য বলেছেন। সুতরাং এদের মতে ব্যঞ্জনাবৃত্তি, ব্যঙ্গ্য অর্থ বা ধ্বনির কল্পনা নিরর্থক। আনন্দবর্দ্ধন *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের প্রথম উদ্যোতের প্রথম

কারিকায় ধ্বনিবিরোধী তিনটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন--অভাববাদী, অনির্বচনীয়বাদী ও ভক্তিবাদী। অভাববাদীগণ ধ্বনিকে কাব্যের চারুত্বের হেতুরূপে গণ্য করে উপমাদি অলংকারে পর্যবসিত করতে চেয়েছেন। অনির্বচনীয়বাদীগণ ধ্বনিতত্ত্বকে বাক্যের অগোচররূপে বর্ণনা করে কাব্যে তার উপযোগিতা অস্বীকার করেছেন। ভক্তিবাদীগণ ব্যঙ্গ্য অর্থকে এক প্রকার গৌণ অর্থরূপে গণ্য করে কাব্যে ধ্বনির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এরূপ ঘোষণা করেছেন। প্রখ্যাত আলংকারিক আচার্য আনন্দবর্দ্ধন উক্ত ধ্বনিবিরোধী বাদত্রয়ের সুনিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা তাদের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করে বলেছেন--'অস্তিধ্বনিঃ।' অর্থাৎ ধ্বনিকে কোনভাবেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। অভাববাদীগণের মত গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ যে সকল অলংকারে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি অস্ফুট অথবা ব্যঙ্গ্যার্থ নেই সে সকল অলংকারে ধ্বনির অন্তর্ভাবের কোনই সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যে সকল অলংকারে ব্যঙ্গ্যার্থের বিশদভাবে প্রতীতি রয়েছে যথা সমাসোক্তি, আক্ষেপ, বিশেষোক্তি, দীপক প্রভৃতি সে-গুলোতেও ধ্বনি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কারণ ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি মাত্র হলেই ধ্বনি হবে না। ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্যেই ধ্বনি--'ব্যঙ্গপ্রাধান্যে ধ্বনিঃ'।

ধ্বনি অনির্বচনীয় বলেই যে ধ্বনির অস্তিত্ব নেই তা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। বরং অনির্বচনীয়তা ধ্বনির গৌরব বৃদ্ধি করে। পুষ্পের সৌরভের ন্যায় ধ্বনি সহৃদয় সংবেদ্য, তা নির্দিষ্ট শব্দ বা অর্থের দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয়। এটিই ধ্বনির বৈশিষ্ট্য-- এটিই অনির্বচনীয়তা।[৭]

যাঁরা ধ্বনিকে গৌণার্থের তুল্য মনে করে ধ্বনির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না, তারা ভ্রান্ত। কারণ তারা ধ্বনিতত্ত্বের নিকটবর্তী হয়েও পূর্ণস্বরূপ অবগত হন নি। তাঁরা বলেন যে, 'গঙ্গায়াং

ঘোষঃ' বাক্যে গঙ্গানদের 'তট' যেরূপ গৌণ অর্থ, শৈত্যপাবনত্ব প্রভৃতিও ঐরূপ গৌণ অর্থ। এ অর্থ দ্বিতীয় গৌণ অর্থ হতে পৃথক। এরূপে লক্ষ্যার্থ 'তট' হতে পৃথক আর এক গৌণ অর্থকে যখন স্বীকার করেছেন তখন আপনাদের অগোচরেই ধ্বনিতত্ত্বের সমীপবর্তী হয়েছেন। কারণ ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্য অর্থ, লক্ষ্য অর্থ হতে পৃথক, এক বিশেষ প্রকার গৌণ অর্থ। আনন্দবর্দ্ধনের ভাষায় তাদের দ্বারা ধ্বনিতত্ত্ব-- 'মনাক্ স্পৃষ্টোঽপি ন লক্ষিতঃ।' (*ধ্বন্যালোক* ১।১)

এ'রূপে ধ্বনিবিরোধী সকল প্রকার মত খণ্ডন করে আচার্য আনন্দবর্দ্ধন ধ্বনিকে কাব্যে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ধ্বনি কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান-- কাব্যের আত্মা (কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ)। আত্মা পদের এটাই তাৎপর্য যে ধ্বনি ব্যতিরেকে কোন প্রবন্ধ কাব্য সংজ্ঞায় ভূষিত হতে পারে না-- যেমন আত্মাহীন দেহ মানবসংজ্ঞা লাভ করতে পারে না। এই ধ্বনির পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যের দোষ, গুণ ও অলংকারের মূল্য নির্ধারিত হয়। সুতরাং ধ্বনি নগণ্য নয়। যা ধ্বনির (অর্থাৎ রসধ্বনির) ধর্ম তাই গুণ[৮], যা তার উপকারক তা অলংকার [৯], যা তার অপকর্ষজনক তা দোষ।[১০]

ধ্বনির উৎকর্ষের তারতম্য অনুসারে কাব্যেরও তারতম্য অনুভূত হয়। যে কাব্যে ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্যার্থ হতে উৎকৃষ্টতর তা ধ্বনিকাব্য বা উত্তমশ্রেণীর কাব্য।[১১] যে কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ হতে চারুতর নয় তা মধ্যম শ্রেণীর কাব্য বা গুণীভূত ব্যঙ্গ[১২] কাব্য। যাতে ব্যঙ্গ্যার্থের স্ফুটত্ব নেই তা অধমশ্রেণীর কাব্য।[১৩] অর্থাৎ চিত্রকাব্য। আনন্দবর্দ্ধন চিত্রকে যথার্থ কাব্যমর্যাদা দান করতে চান নি। তিনি একে অনুকরণাত্মক বা আভাসরূপ কাব্য বলেছেন।[১৪]

পাশ্চাত্য আলংকারিকগণ আনন্দবর্দ্ধনের পদবী অনুসরণ করে ধ্বনিকে স্বীকার করেছেন তা নয়। তাঁরা ঠিক এ বিষয়ে কোন theory বা মতবাদ উপস্থাপিত করেন নি কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থের অস্তিত্ব এবং সৎকাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থেরই প্রাধান্য-- এটি তাঁরা মেনেছেন।

বস্তুত সকল দেশের সাহিত্য অনুধাবন করলে ধ্বনিকাব্যের সন্ধান পাওয়া যাবে-- তাতে সন্দেহ নেই। কারণ উহাই উৎকৃষ্ট কাব্য, উহাই সহৃদয়হৃদয়রঞ্জন। এর স্বীকৃতি পৃথিবীর সর্বত্র মনীষীবৃন্দ দিয়েছেন। তাদের অনেকেই হয়ত আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বনিবাদ বা ধ্বনি theory জানেন না কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। ধ্বনি সর্বত্রই স্বীকৃত একথা আমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি। ধ্বনিতত্ত্বটি আনন্দবর্দ্ধনের গ্রন্থেই প্রথম পাই বটে, কিন্তু এর অস্তিত্ব সুপ্রাচীন কাব্য রামায়ণ মহাভারতাদিতেও পরিদৃষ্ট হয়।

যদিও কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থের বিশিষ্ট স্থান তথাপি ব্যঙ্গ্যার্থ প্রাপ্তির উপায়রূপ বাচ্যার্থ অনাদারস্পদ নয়। আনন্দবর্দ্ধনের ভাষায়-- 'যথা পদার্থদ্বারেণ বাক্যার্থ সংপ্রতীয়তে। বাচ্যার্থ পূর্বিকা তদ্বৎপ্রতিপত্তস্য বস্তুনঃ।।' (*ধ্বন্যালোক* ১।১০) সুতরাং ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকারের পূর্বে অভিধাবৃত্তির প্রয়োগ আবশ্যক। অভিধাবৃত্তির পুচ্ছস্বরূপ লক্ষণাবৃত্তি বলে ব্যঙ্গ্যার্থ গ্রহণের পূর্বে বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ স্বীকার করা কর্তব্য। সুতরাং ধ্বনির মূলে এ উভয়বৃত্তি থাকায় ধ্বনি দ্বিবিধ-- অভিধামূল ও লক্ষণামূল।

ধ্বনির প্রধান ভেদ দু'টি--'অবিবক্ষিতবাচ্য' ও 'বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য'। অবিবক্ষিতবাচ্য-- এখানে বাচ্যার্থ অবিবক্ষিত অর্থাৎ বক্তার অনভিপ্রেত। বাচ্যার্থ অনভিপ্রেত বা বাধিত হওয়ায় অন্য একটি

অর্থ প্রকাশিত হয়েছে। এটি লক্ষণালব্ধ অর্থ বা লক্ষ্যার্থ। এই লক্ষ্যার্থকে অবলম্বন করে যে ধ্বনি প্রবৃত্ত হয় তা অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি। এটিই লক্ষণামূলক ধ্বনি। এখানে বাচ্যার্থ বাধিত হয়ে লক্ষ্যার্থকে প্রকাশ করছে। পরে লক্ষ্যার্থকে অবলম্বন করেই ধ্বনির প্রকাশ। অবিবক্ষিতবাচ্যের উদাহরণ যথা--

সুবর্ণ পুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্।।
(*ধ্বন্যালোক* ১।১৬ বৃত্তি)

ত্রিবিধ মানব-- বীর, কৃতবিদ্য এবং সেবক-- এরাই সুবর্ণপুষ্পা পৃথিবীকে চয়ন করতে পারে। এই ধ্বনিটির তাৎপর্য হলো এ পৃথিবীর ঐশ্বর্য প্রচুর-- উহা আহরণ করতে বীর, বিদ্বান ও সেবকই সমর্থ। এ বিশেষ অর্থটি শব্দবাচ্য নয়-- তাই অর্থটি গুপ্ত। তাই উহা অপূর্ব চমৎকার সৃষ্টি করেছে।

সুবর্ণপুষ্প যার এ অর্থে স্বার্থ অসম্ভব হওয়ায় অবিবক্ষিত। ফলে সুলভ সমৃদ্ধি এরূপ অর্থই লক্ষণার দ্বারা বুঝাবে। এখানে লক্ষণার প্রয়োজন হলো বীর, বিদ্বান ও সেবক--এই ত্রিবিধ মনুষ্যের প্রশস্ততা প্রকাশ। এভাবে নারীর সৌন্দর্য আবৃত হলে যেমন অধিকতর উপভোগ্য হয় সেভাবে বীর, বিদ্বান ও সেবকের প্রশস্ততা-- তা শব্দবাচ্য না হয়ে লক্ষণামুখে ব্যঞ্জিত হলো।[১৫] এখানে প্রধানরূপে ব্যঞ্জক হলো শব্দ। অর্থ ও তার সহকারী। শুধু শব্দ বা শুধু অর্থ কখনো ব্যঞ্জক হতে পারে না।

একথা সাহিত্যদর্পণেও বলা হয়েছে--

শব্দবোধ্যো ব্যনক্ত্যর্থঃ শব্দোঽপ্যর্থান্তরাশ্রয়ঃ।

একস্য ব্যঞ্জকত্বে তদন্যস্য সহকারিদা।।

(সা. দ . ২।৩০)

অনন্তর দ্বিতীয় ভেদ-- 'বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য'--এটি অভিধামূলক ধ্বনি। এখানে বাচ্য অর্থাৎ বাচ্যার্থ বিবক্ষিত বটে কিন্তু বাচ্যার্থের তাৎপর্য অন্য অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থপর। সে ব্যঙ্গ্যার্থই পর বা প্রধানরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। এখানে বাচ্যার্থ স্বরূপকে প্রকাশিত করেই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকাশ হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ--

শিখরিণি ক্বনুনাম কিয়চ্চিরং কিমভিধানমসাবক রোত্তণঃ।
তরুণি! যেন তবাধর পাটলং দশতি বিম্বফলং শুক শাবকঃ

(*ধ্বন্যালোক* ১।১৬ বৃত্তি, পৃ ৫৮)

--হে তরুণী, এই যে শুকশাবক বিম্বফল দংশন করছে--এই বিম্বফলটি তোমার অধরের ন্যায় রক্তবর্ণ। তুমি কি বলতে পার ঐ শুকশাবক কোন পর্বতে গিয়ে কত দীর্ঘকাল ধরে কী তপস্যা করেছে?

এখানে এই পদার্থটি ধ্বনিত হচ্ছে তোমার অধর অসাধারণ পুণ্যবলে (তপস্যাদিবলে) লভ্য। এতে অনুরাগী কামুকের অভিপ্রায় এরূপ প্রকাশিত--আমি কি সেই সৌভাগ্যের যোগ্য?

এখন এই প্রধান দ্বিবিধ বিভাগের প্রবিভাগগুলো উল্লেখিত হচ্ছে।

অবিবক্ষিত বাচ্য বা লক্ষণামূলক ধ্বনি দু'প্রকার -- (ক) অর্থান্তর সংক্রমিতবাচ্য ও (খ) অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য। এ দু'প্রকার ধ্বনি আবার পদগত ও বাচ্যগত ভেদে চার প্রকার।

(ক) যেখানে মুখ্যার্থ প্রসঙ্গের উপযোগী না হয়ে অর্থান্তরে পরিণত হয়-- তা অর্থান্তরসংক্রমিত বাচ্যধ্বনি। যথা--

কদলী, কদলী, করভঃ করভঃ, কবিরাজকরঃ কবিরাজকরঃ।
ভবনে ত্রিতয়েঽপি বিভর্তি তুলামিদ মূরুযুগংন চ মূর দৃশঃ।।

(সা. দ. ৪।৩)

প্রথমার্ধে শব্দযুগ্মের মধ্যে দ্বিতীয়টি পুনরুক্তি দোষ ঘটাচ্ছে। তাই মুখ্যার্থে বাধিত হয়ে শৈত্যাদি বিশিষ্ট কদলী ইত্যাদি অর্থ বুঝাচ্ছে। এখানে অতিশয় শৈত্যাদি হলো ব্যঙ্গ্য।

এই উদাহরণে মুখ্যার্থ পরিত্যক্ত না হওয়ায় অজহৎস্বার্থা লক্ষণা হয়েছে।

যেখানে স্বার্থ একান্ত পরিত্যক্ত হয়ে অর্থান্তরে পরিণত হয় তা অত্যন্ততিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি। এখানে জহৎস্বার্থা লক্ষণা হয়েছে। যথা--

নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে।
(*ধ্বন্যালোক* ২।১)

—এখানে অন্ধ শব্দ মুখ্যার্থে বাধিত হয়ে অপ্রকাশরূপ অর্থ বুঝাচ্ছে। তাই বাচ্যার্থ অত্যন্ত তিরস্কৃত হয়েছে।[১৬]

এই দ্বিতীয় প্রকার ধ্বনি বিবক্ষিতাণ্যপরবাচ্য-- এও দ্বিবিধ— (ক) অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য (খ) সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য।

বাচ্যার্থ যে ব্যঙ্গ্যার্থকে প্রধানরূপে প্রকাশ করে বুঝা গেল। কিন্তু বাচ্যার্থ যে পূর্বভাবী এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে কিছুকালের ব্যবধান অনস্বীকার্য। এই ব্যবধানের নাম দেয়া হয়েছে ক্রম। যেখানে এই ক্রমটি লক্ষ্য করা যায় না, সেই ধ্বনিকেই অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্যধ্বনি বলা হয়। এখানে বাচ্যার্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যঙ্গ্যার্থ হয় বলে মনে হয়। বস্তুত কালের ব্যবধান বা ক্রম কিছু আছেই। কিন্তু সেই ক্রম লক্ষ্য করা যায় না। মনে হয় যুগপৎ উভয় প্রকাশিত হয়েছে। এই ধ্বনির নাম অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনি; এই ক্রম লক্ষ্য না করবার হেতু হলো অতি লঘুতা। যেমন

অনেকগুলো পদ্মের দল একটি তীক্ষ্ণাস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা ভেদ করলে মনে হয় এক সঙ্গে সব ক'টি দল ছিন্ন হলো।[১৭] বস্তুত প্রথমটির পর দ্বিতীয়টি ছিন্ন হয়, তারপর তৃতীয়টি ইত্যাদি।

আর যেখানে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের পৌর্বাপর্য্য লক্ষ্য করা যায় তা হলো সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য। সংলক্ষ্যঃ ক্রমঃ যস্নিন্। এ দুটো অভিধামূলক ধ্বনির প্রধান ভেদ।

এ দুটোর প্রথম ভেদটি অর্থাৎ অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্যের আবার আটটি বিভাগ করা হয়েছে-- রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাবাস, ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশবলতা। এই আটটি প্রকারকেই রস শব্দের দ্বারা আচার্যগণ ব্যবহার করেন। এই রসাদি (অষ্টবিধ) ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় বলে মনে হয়।

এই রস, ভাব প্রভৃতি অষ্টবিধ ভেদকে একটি ভেদ বলেই আলংকারিকগণ বলেছেন--এরও অবান্তরভেদ করলে তা গণনার অযোগ্য হয়। যেমন ধরা যাক শৃঙ্গার রসের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ দুটো ভেদ--এই সম্ভোগ শৃঙ্গারের আবার চুম্বন-আলিঙ্গনাদি বর্ণনা করলে এবং বিভাব অনুভাবাদির বৈচিত্র্য গণনা করলে সংখ্যা করা যায় না। ফলত এক একটিই অসংখ্য হয়। তাই অসংলক্ষ্য ক্রমকে আচার্যগণ এক প্রকার বলেই নির্দেশ করেছেন। [১৮]

সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্যধ্বনি ত্রিবিধ-- ১। শব্দশক্ত্যুদ্ভব ২। অর্থশক্ত্যুদ্ভব ৩। উভয়শক্ত্যুদ্ভব।

তন্মধ্যে শব্দশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি আবার দ্বিবিধ। বস্তুরূপ ও অলংকাররূপ। পদগত ও বাচ্যগতভেদে ইহা আবার চার প্রকার।

দ্বিতীয় ধ্বনি অর্থশক্ত্যুদ্ভব দ্বাদশবিধ। বস্তু বা অলংকার অর্থের ত্রৈবিধ্যে ষড়বিধ প্রতিপন্ন হয়। স্বতঃসম্ভবা, কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ, কবিনিবদ্ধ, বক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ -এই ত্রিবিধ। এই ষড়বিধ ব্যঞ্জক অর্থের দ্বারা ব্যঞ্জমান হয়ে বস্তু এবং অলংকারধ্বনি দ্বাদশবিধ হয়। পদগত, বাচ্যগত ও প্রবন্ধগতভেদে এরা ছত্রিশভেদ হয়ে থাকে।

উভয়শক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি এক প্রকার। ইহা কেবল বাক্যেতে হয়।

অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য একরূপ বলা হয়েছে বটে, কিন্তু ইহা পদগত, বাক্যগত, পদাংশগত, রচনাগত, বর্ণগত ও প্রবন্ধগত এই ষড়বিধ।

সুতরাং চার, ছয় ও চার, ছত্রিশ এবং এক এই মোট একান্ন ভেদ হলো। এটি শুদ্ধভেদ।

অভিনব গুপ্ত ধ্বনির ভেদ এরূপ করেছেন--

> অবিবক্ষিতবাচ্যো বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ইতি দ্বৌ মূলভেদৌ। আদ্যস্য দ্বৌ ভেদৌ অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্যোঽর্থান্তর সংক্রমিত বাচ্যশ্চ। দ্বিতীয়স্য দ্বৌ ভেদৌ—অলক্ষ্যক্রমোঽনুরণন রূপশ্চ। প্রথমোঽনন্তভেদঃ। দ্বিতীয়ো দ্বিবিধঃ— শব্দশক্তিমূলোঽর্থশক্তিমূলশ্চ। পশ্চিমস্ত্রিবিধঃ— কবিপ্রৌঢ়োক্তিকৃতশরীরঃ কবিনিবদ্ধ বক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিকৃত শরীর স্বতঃসম্ভবী চ। তে চ প্রত্যেকং ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকয়োরুক্তভেদনয়েন চতুর্ধেতি দ্বাদশ- বিধোঽর্থশক্তিমূলঃ। আদ্যস্য চত্বারো ভেদা ইতি ষোড়শমুখ্য ভেদাঃ। তে চ পদবাক্য প্রকাশত্বে প্রত্যেকং দ্বিবিধা বক্ষ্যন্তে। অলক্ষ্যক্রমস্য তু বর্ণপদ বাক্য সংঘটনা প্রবন্ধ প্রকাশত্বেন পঞ্চত্রিংশদ্ভেদাঃ।
>
> (ধ্বন্যালোক ২য় উদ্দ্যোত লোচন, পৃ ১৪৫-১৪৬)

এদের সংকীর্ণ ভেদও আছে। সংকর ত্রিবিধ বলা হয়েছে। যথা--অঙ্গাঙ্গিসংকর, একাশ্রয়সংকর, সন্দেহসংকর। সংসৃষ্টি একপ্রকার।

মম্মটভট্টের মতে, ধ্বনি শুদ্ধ ও সংকীর্ণভেদে মোট ১০৪৫৫ প্রকার।

ন কেবলং শুদ্ধা এবৈকপঞ্চাশদ্ভেদা ভবন্তি যাবন্তেষাং স্বপ্নভেদৈরেক পঞ্চাশতা সংশয়াস্পদত্বেনানুগ্রাহ্যানুগ্রাহক তয়ৈকব্যঞ্জকানুপ্রবেশেন চেতিত্রিবিধেন। সঙ্করেণ পরস্পরনিরপেক্ষ রূপয়ৈক প্রকারয়া সংসৃষ্ট্যাচেতি চতুর্ভিগুণনে বেদখাব্ধিবিয়চ্চন্দ্রা (১০৪০৪) শুদ্ধভেদৈঃ সহ শরেষুযুগ খেন্দবঃ (১০৪৫৫)

(কাঃ প্রঃ ৪।৪৪ সূত্র ৬৪-৬৫)

সাহিত্য দর্পণে বিশ্বনাথ এরূপে ধ্বনির সংজ্ঞা পরিগণন করেছেন।

তদেবমেক পঞ্চাশদ্ ভেদাস্তস্য ধ্বনের্মতাঃ।
সঙ্করেণ ত্রিরূপেণ সংসৃষ্ট্যা চৈকরূপয়া।
বেদখাগ্নিশরাঃ (৫৩০৪) শুদ্ধে রিবুবাণাগ্নিসারকাঃ। (৫০৫৫)

(সাঃ দঃ ৪।১৫)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

আনন্দবর্দ্ধন : ধ্বন্যালোক -- লোচনটীকাযুক্ত, অনুবাদক শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য ,কলি, ১৩৫৭

আনন্দবর্দ্ধন : ধ্বন্যালোক-- দুর্গাপ্রসাদ এবং কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব, নির্ণয় সাগর সংস্করণ, ১৯৮৩

দণ্ডী : কাব্যাদর্শঃ, রঙ্গাচার্য রেড্ডী শাস্ত্রী সম্পাদিত (পুনা, ১৯৭০)

বামন : কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ, কামধেনুটীকাযুক্ত, বাণীবিলাস সংস্করণ, শ্রীরঙ্গম, ১৯০৯

বিশ্বনাথ : সাহিত্য দর্পণঃ, শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩৮৬)

ভরত : নাট্যশাস্ত্রম্-- বটুকনাথ শর্মা ও বলদেব উপধ্যায় সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ১৯৮০

ভামহ : কাব্যালংকারঃ, বটুকনাথ শর্মা ও বলদেব উপধ্যায় সম্পাদিত, বারাণসী, ১৯৮১

ভোজ : সরস্বতীকণ্ঠাভরণম্-- শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৪০

মম্মট : কাব্যপ্রকাশঃ, ঝালকিকর সম্পাদিত, পুণা, ১৯৫০

রুদ্রট : কাব্যালংকারঃ, পণ্ডিত রামদেব শুক্লা সম্পাদিত বারাণসী, ১৯৬৬

Kane, P. V., *History of Sanskrit Poetics* (Delhi, 1961)

De, S. K., *History of Sanskrit Poetics* (Cal-1976)

গ্রন্থে ব্যবহৃত সংকেতের পরিচয়

সংকেত	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার
কাঃ প্রঃ	কাব্যপ্রকাশ	মম্মটভট্ট
সাঃ দঃ	সাহিত্যদর্পণ	বিশ্বনাথ

টীকা

১ যত্রোক্তে গম্যতে হন্যোহর্থস্তত সমাপ বিশেষণঃ।
সা সমাসোক্তিরুদ্দিষ্টা সংক্ষিপ্তার্থতয়া যথা।। (ভামহ-*কাব্যালংকার* ২।৭৯)
পর্যায়োক্তং যদন্যেন প্রকরেণাভিধীয়তে।
উবাচ রত্নাহরণে চৈদ্যং শার্ঙ্গধনুর্যথা।। (*ঐ*, ৩।৮)
অপহ্নুতিরভীষ্টা চ কিঞ্চিদন্তর্গতোপমা। (*ঐ*, ৩।২১)
অপ্রস্তুতপ্রসংশা স্যাদপ্রকান্তেষু যা স্তুতিঃ। (*কাব্যাদর্শ* ২।৩৪০)

২ স্বাদুকাব্যরসোন্মিশ্রং শাস্ত্রমপ্যুপযুঞ্জতে।
প্রথমালীয়মধবঃ পিবন্তি কটু ভেষজম্।। (ভামহ-*কাব্যালংকার* ৫।৩)

৩ রসবদ্ রসপেশলম্-- (*কাব্যাদর্শ* ২।২৭৫)

৪ পর্যায়োক্তেঽপি যদি প্রাধান্যেন ব্যঙ্গ্যত্বং তদ্ভবতু নাম তস্য ধ্বনাবন্তর্ভাবঃ। নতু ধ্বনেস্তত্রান্তর্ভাবঃ। তস্য মহা বিষয়ত্বে

নাঙ্গিত্বেন চ প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। ন পুনঃ পর্যায়োক্তে ভামহোদাহৃত সদৃশে ব্যঙ্গ্যস্যেব প্রাধান্যম্।

৫ প্রথমে হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণাঃ ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ববিদ্যানাম্। তে চ শ্রূয়মানেষু বর্ণেষু ধ্বনিরিতি ব্যবহরন্তি। তথৈবান্যৈস্তন্মতানুসারিভিঃ সুরিভিঃ কাব্যতত্ত্বার্থদর্শিভির্বাচ্যবাচকসংমিশ্রঃ শব্দাত্মা কাব্যমিতি ব্যপদেশ্যো ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদ ধ্বনিরিত্যুক্তঃ। (*ধ্বঠছতলোক* ১।১৬ বৃত্তি)

৬ তেন বাচ্যোহপি ধ্বনিঃ বাচ্যকোহপি শব্দো ধ্বনিঃ। দ্বয়োরপি ব্যঞ্জকত্বং ধ্বনিত্বভাবাত্। সংমিশ্রিতে বিভাবানুভাব সংবলনচ্ছায়য়োতি ব্যঙ্গ্যোহপি ধ্বনিঃ, ধ্বন্যতে ইতি কৃত্বা। শব্দং শব্দঃ শব্দ ব্যাপারঃ, ন চাসাবভিধা দিরূপঃ, অপিত্বাত্মভূতঃ। সোহপি ধ্বননং ধ্বনিঃ। কাব্যমিতি ব্যপদেশ্যশ্চ যোহর্থঃ সোহপি ধ্বনিঃ। উক্ত প্রকার ধ্বনি চতুষ্টয়ত্বাত্। (*ধ্বন্যালোক* ১ উদ্যোত, লোচন পৃ ৫৬)

৭ যেহপি সহৃদয়-হৃদয়সংবেদ্য মনাখ্যেয়মেব ধ্বনেরাত্মানমাম্নাসিষুস্তেহপি ন পরীক্ষবাদিনঃ। যত উক্তয়া নীত্যা বক্ষমানয়া চ ধ্বনেঃ সামান্যবিশেষলক্ষণে. প্রতিপাদিতেহপি যদ্যনাখেয়ত্বং তৎসর্ববামেব বস্তুনাংতৎপ্রসক্তম্। যদি পুনর্ধ্বনেরতিশয়োক্ত্যানয়া কাব্যান্তরাতিশায়ি তৈঃ স্বরূপমাখ্যায়তে তত্তেহপি যুক্তাভিধায়িন এব। (*ধ্বন্যালোক* ১ম উদ্যোত-বৃত্তি পৃ ৭১-৭২)

৮ তমর্থমবলম্বন্তে যেহঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ। (*ধ্বন্যালোক* ৩।৬)

৯ অঙ্গাশ্রিতাস্তুলংকারা মন্তব্যাঃ কটকাদিবৎ। (*ঐ* ৩।৬)

১০ মুখ্যার্থহতির্দোষোরসশ্চ মুখ্যস্তদা। (*কাব্যপ্রকাশ* ৭, সূত্র ৭১)

১১ ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ ধ্বনির্বুধৈঃকথিতঃ। (*কাব্যপ্রকাশ* ১। সূত্র ২)

১২ অতাদৃশি গুণীভূত ব্যঙ্গ্যং ব্যঙ্গ্যেতু মধ্যমম্। (*কাব্যপ্রকাশ* ১। সূত্র ২)

১৩ শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যং ত্ববরং স্মৃতম্। (*কাব্যপ্রকাশ* ১। সূত্র ৩)

১৪ প্রধান গুণ ভাবাভ্যাং ব্যঙ্গ্যস্যৈবং ব্যবস্থিতে।

কাব্যে উভে ততোহন্যদ্যত্তশ্চিত্র মভিধীয়তে।। ৪২
চিত্র শব্দার্থ ভেদেন দ্বিবিধং চ ব্যবস্থিতম্।
তত্র কিঞ্চিচ্ছব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমতঃ পরম্।। ৪৩

(*ধ্বন্যালোক* ৩য় উদ্যোত)

ন তন্মুখ্যং কাব্যম্।
কাব্যানুকারো হ্যসৌ। (*ঐ, লোচন*)

১৫ সুবর্ণপুষ্পামিতি। সুবর্ণানি পুষ্পতিতি সুবর্ণপুষ্পা। এতশ্চ বাক্যমেবা সম্ভস্বার্থমিতি কৃত্বাবিবক্ষিত বাচ্যম্। ততঃ এব পদার্থমভিধায়ান্বয়ং চ তাৎপর্যশক্ত্যাবগম্যৈব বার্ধক্যবশেন তমুপহত্য সাদৃশ্যাৎসুলভসমৃদ্ধি- সম্ভারভাজন-তাং লক্ষয়তি।

(*ধ্বন্যালোক* ১ম উদ্যোত লোচন-পৃ ৫৮)

১৬ অন্ধশব্দোহত পদার্থ স্ফুটীকরণাশক্তত্বং নষ্টদৃষ্টিগতং নিমিত্তীকৃত্যা দর্শলক্ষণয়া প্রতিপাদয়তি। অসাধারণ বিচ্ছায়ত্বানুপয়োগিত্বাদি ধর্মজাতমসংখ্যং প্রয়োজনং ব্যনক্তি। (*ধ্বন্যালোক* ২।১ লোচন, পৃ ৭৭)

১৭ অত্র ব্যঙ্গ্য প্রতীতের্বিভাবাদি প্রতীতিকারণত্বাৎ ক্রমোহবশ্যমস্তি। কিন্তূৎপলপত্রশতন্যতিভেদবল্লাববান্ন সংলক্ষ্যতে।

(*সাঃ দঃ* ৪।৫ এর বৃত্তি)

১৮ অত্র শৃঙ্গারস্য দ্বৌ ভেদৌ। সম্ভোগো বিপ্রলম্বশ্চ। তত্রাদ্যঃ পরস্পরাবলোকনা লিঙ্গনাধরপান পরিচুম্বনাদ্যনন্ত ত্বাদপরিক্ষেদ্য এক এব গণ্যতে।

(*কাব্যপ্রকাশ* ৪। সূত্র ৪৪)

অঙ্গিতয়া ব্যঙ্গ্যো রসাদিবিবক্ষিতান্যপরবাচ্যস্য ধ্বনেরেক আত্মা যা উক্তস্তস্যাঙ্গানাং বাচ্যবাচকানুপতিনামা লংকারাণাং যে প্রভেদা নিরবধয়ো যে চ স্বগতাস্তস্যাঙ্গিনোহর্থস্য রস ভাবতদাভা-সতৎপ্রশমলক্ষণা বিভাবানুভাব ব্যভিচারি প্রতিপাদ ন সহিতা অনন্তাঃ স্বাশ্রয়াপেক্ষয়া নিঃসীমানো বিশেষাস্তেষামন্যোন্যসংবন্ধ-পরিকল্পনে ক্রিয়মাণে কস্যচিদন্য তমস্যাপি রসস্য প্রকারাঃ পরিসংখ্যাতুং ন শক্যন্তে কিমুত সর্বেষাম্।

(*ধ্বন্যালোক* ২।১ ১০১)